সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

শক্তি চট্টোপাধ্যায় জীবন রসিক শিল্পী। তাঁর কবিতায় প্রেম, প্রকৃতি, মানুষ, জীবনযাপন, পান্থচারিতা সবকিছু যেমন ঠাঁই পেয়েছে, তার থেকে বড় হয়েছে সুন্দরের বোধ, সুন্দরকে দেখার ও বোঝার ব্যাকুলতা। তাই সমস্ত স্বাদ-গন্ধ-বর্ণ পান করে ভালোবেসে ফেলেন চলমান জগতকে, আর সাথে সাথে নিজেকে। সেজন্য তাঁর কবিতায় রাগ-অভিমানের বহিঃপ্রকাশ যেমন ঘটে, তেমনি বিশ্বাস-অবিশ্বাস, প্রেম-প্রেমহীনতার ছবি থাকে, পাশাপাশি থাকে অন্ধকার থেকে আলো কিংবা আলো থেকে অন্ধকারের দিকে যাত্রার কথা। এই প্রতিনিয়ত পরিবর্তন নদীর বাঁক নেওয়ার মতনই ঘটিয়েছেন জগতকে জানার, সময় প্রবাহকে জানার, সংসার চক্রের রীতিনীতিকে জানার, সর্বোপরি নিজেকে জানার অভিপ্রায়ে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাব' কাব্যগ্রন্থের আলোচ্য 'সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা' কবিতায় কবি মানুষের সৌন্দর্যের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করেছেন।

কবি আলোচ্য কবিতা দেখিয়েছেন যে কোন কিছু দর্শনধারী হলেও সবসময় তা সর্বগুণান্বিত হয় না। আবার বিকৃত দর্শন হয়েও অনেক ক্ষেত্রে মানুষ আপন মহিমায় মহিমান্বিত হন। ভগবান মহাদেব ছাইভস্ম মেখে ঘুরে বেড়ান, কিন্তু তাঁর সৌন্দর্য অন্তহীন। কবি আলোচ্য কবিতায় এমনই এক চরিত্রকে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন যে যুদ্ধে না গিয়েও সমস্ত দেহে অসংখ্য অস্ত্রাঘাত বহন করে চলেছে। এমনকি তার একটি চোখও নষ্ট হয়েছে। তাকে প্রথম দর্শনে সাধারণ মানুষ সহজভাবে গ্রহণ করবে না। কারণ-

"তরবারির খর আঘাত কোনোখানে পড়েনি?
একটি চোখ রক্ত ঢেড়শ, চলচ্ছক্তিহীনও....."

কিন্তু লোকটা পাগল বা নির্বোধ কোনটাই নয়, কোন অভিসন্ধিমূলক দোষে দুষ্ট নয়, বরং পরোপকারী। আবার ব্যক্তিগত জীবনে লোকটি –

"স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনচেতা, মদ্যপায়ী ভেতো।"

সমাজ তার এই ব্যক্তিগত ত্রুটিগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকলেও সে নিজে তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। কারণ বহিঃরঙ্গে বিকৃতির জন্য সে সমাজে অবহেলিত। তা সত্ত্বেও সে নির্ভীক, সত্যকে সে সহজভাবে সাধারনের কাছে তুলে ধরতে ভয় পায় না। লোকটি তাই সাধারনের কাছে রহস্যময়। কারণ একজন

আদি অন্তের হিসাব যুক্ত মানুষকে যদিও আমরা বুঝতে পারি অথচ এরূপ উদাসীন কিন্তু সচেতন মানুষকে আমাদের পক্ষে বোঝা ভীষণ কঠিন।

আমাদের পরমারাধ্য ঈশ্বর মহাদেব সংসার সম্পর্কে উদাসীন হলেও জগত সংসারের রক্ষাকর্তা তিনিই, তিনিই দেবী অন্নপূর্ণার সঙ্গে সুখের সংসার করেন। অর্থাৎ সংসারে থেকেও তিনি সন্ন্যাসী। আসলে আমরা দোষে-গুণে একজন সাধারণ মানুষকে যতটা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করি কিন্তু যে ব্যক্তি বহিরঙ্গে বিকৃত, নানা ব্যক্তি দোষে দুষ্ট কিন্তু পীড়িত আর্তের কাছে পরিত্রাতার ভূমিকা পালন করে তাকে তত সহজে গ্রহণ করতে পারি না। সাহসী শক্তিমান, রহস্যময়, উদাসীন এমন একজন মানুষকে সমাজ যেমন মন থেকে কাছে ডাকে না, তেমনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতেও পারে না। তাই কবি বলেছেন-

"অসুখ এক উদাসীনতা, অথচ সামাজিক
লোকটা কিছু রহস্যময়, লোকটা কিছু কালো
নিজের ভালো করেনি, তাই, অন্যে ক'রে ভালো
সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা কিছুটা নির্ভীকই।"

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'সংসার সন্ন্যাসী লোকটা' কবিতায় মানুষের সৌন্দর্যকেই তুলে ধরেছেন। সময় যত এগোচ্ছে মানুষ তত যান্ত্রিক হয়ে পড়ছে। ফলে দূরত্ব বাড়ছে, একাকীত্ব, বিষণ্ণতা, নিঃসঙ্গতার মত ব্যাধি সমাজকে কাবু করে ফেলছে। কবি চেয়েছিলেন মানুষ ও সমাজের আলগা শিথড়ে ভালবাসার মাটি পৌঁছে দিতে। তাই তিনি মানুষের সৌন্দর্যকে তুলে ধরেছেন বারবার। তাই সন্ন্যাসী মানুষকে উদাসীন দায়িত্ব জ্ঞানহীন মনে হলেও সংসারে বাস্তবিক পক্ষে কতটা দায়িত্বশীল, সাহসী, নির্ভীক এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশের মাধ্যমে প্রকৃতই মানুষের সৌন্দর্যেরই গুনগান করেছেন আলোচ্য কবিতায় কবি।